মথুরাপুরের ‘অপহৃত’ জয়ী সদস্যদের নিরাপত্তার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

মথুরাপুর: মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের জয়ী বিরোধী চার প্রার্থীকে অপহরণের অভিযোগে এবং আরও ছয় বিরোধী জয়ী প্রার্থীর নিরাপত্তার দাবিতে সোমবার আদালতে মামলা হয়। মঙ্গলবার জরুরি ভিত্তিতে সেই মামলার রায় দিলেন বিচারক। আদালতের নির্দেশ, ওই দশ জন জয়ী বিরোধী প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে হবে। অপহরণের যে ঘটনা ঘটেছে, তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে।

রাজ্য সরকারের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। এ প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “সরকারি আইনজীবী তদন্ত হচ্ছে বলে জানালেও, তা ঠিক নয়। যদি তদন্ত হত, তা হলে যারা অপহরণকারী, তারা এত দিনে ধরা পড়ত। যে গাড়িতে করে অপহরণ করা হয়েছিল, সেটিও এখনও বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। যাঁদের অপহরণ করা হয়েছিল, পুলিশ তাঁদের জবানবন্দিও নেয়নি।”

অপহরণের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা যুব সভাপতি বাপি হালদারের বিরুদ্ধে। তিনি এ দিন বলেন, “আমরা কাউকে অপহরণ করিনি। মিথ্যা অভিযোগ এনে দলকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে।” অন্য দিকে, ‘অপহৃত’দের বক্তব্য, “আমরা কোনও অবস্থাতেই তৃণমূলে যোগ দেব না বলে জানাই। অপহরণের পরে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য নানা ভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তবে আমরা সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসিনি।”

অপহরণের অভিযোগ ওঠে গত ২৭ জুলাই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর-১ ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের ১১ জন বিরোধী জয় সদস্য ভোটের ফল প্রকাশের রাতেই এলাকা ছাড়েন। ওই পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা ১৫টি। তৃণমূল জিতেছে ৪টিতে। বিজেপি ৬টি, সিপিএম ৪টি ও সিপিএম সমর্থিত নির্দল একটি আসনে জেতে। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোট ঘোষণার শুরু থেকেই বিরোধী দলের প্রার্থীদের নানা ভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। ফল ঘোষণার পরে জয়ী বিরোধী সদস্যেরা কলকাতার পঞ্চসায়র থানা এলাকার একটি আবাসনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ২৭ তারিখ রাতে সেখান থেকেই ৩ জয়ী বিজেপি প্রার্থী ও এক জন সিপিএম সমর্থিত নির্দল প্রার্থীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। নিয়ে যাওয়া হয় গোসাবায়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তর জলঘোলার পরে তাঁদের ছেড়েও দেওয়া হয়। অপহরণের অভিযোগ শুরু থেকেই অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ওই ৪ প্রার্থী-সহ ১১ জন জয়ী প্রার্থী আপাতত কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের একটি বাড়িতে রয়েছেন। এখনও নিজেদের এলাকায় ফেরেননি অনেকে।